বস্মিয়কর অভযিান

Kim Ann Arun

নদীর ধারে, টিটো ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে বসে আছে। তার কাজিন রিকা তাকে ফুটবল খেলতে বলে। টিটো কোনো কথা বলে না, সে তার পকেট থেকে একটি ফোন বের করে। রিকা জিজ্ঞেস করে, “তুমি তোমার মায়ের ফোনটি কিনে এনেছো?” টিটো কোনো জবাব দেয় না। সে ফোন নিয়ে ব্যস্ত।

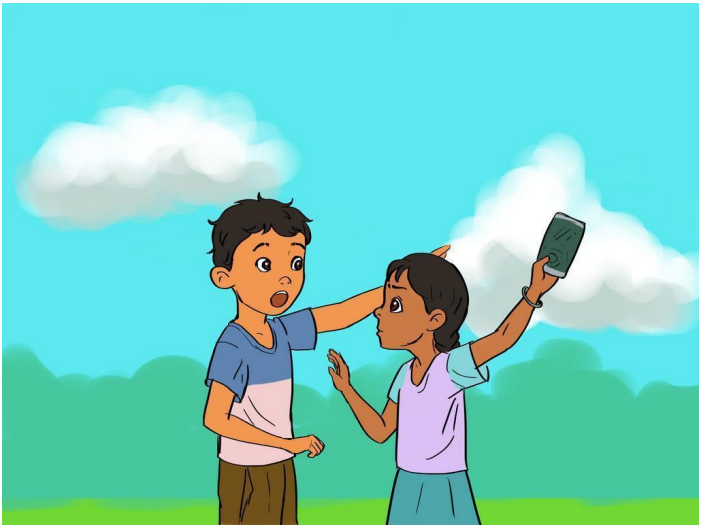

শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে আসে। বজ্রপাতের শব্দ এবং বিদ্যুতের ঝলক। রিকা ফোনটি কেড়ে নিয়ে বন্ধ করতে চায়। “টিটো, ঝড়-বাদলের সময় ফোন ব্যবহার করা অথবা গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া বিপদজনক।” টিটো কথা শোনে না। তারা ফোন নিয়ে কাড়াকাড়ি করে এবং হঠাৎ করে একটি বাটনে চাপ পড়ে যায়।

বজ্রপাত বাড়তে থাকে। আকাশ আরো অন্ধকার হয়ে আসে। একটি অদ্ভুত আলো দেখা যায়। হঠাৎ একটি আজব বস্তু বিকট শব্দ করে মাটিতে নেমে আসে। শহরের অন্য লোকজনের সঙ্গে টিটো ও রিকি দেখে যে আজব বস্তুটি থেকে এক সবুজ প্রাণি বেরিয়ে আসছে। তারা চমকে ওঠে। আহ! একটি ইউএফও এবং এক এলিয়েন!!!

এলিয়েন বলে, “আমার নাম এলিয়েন। আমার মজা করতে ইচ্ছে হলে মহাকাশযান নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে?” টিটো মাথা নাড়ে এবং এলিয়েনের দিকে হেঁটে যায়। রিকা তাকে থামানোর জন্য হাত চেপে ধরে। টিটো গম্ভীর দৃষ্টিতে রিকার দিকে তাকায়। “বিরক্ত করো না! আমি যেতে চাই। তুমি তো জানো মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে পর্যন্ত যায় না।” টিটো দৌঁড়ে গিয়ে ইউএফও-তে ওঠে। রিকা তার পিছু পিছু যায়, সঙ্গে কুকুরছানা ও জোনাকি।

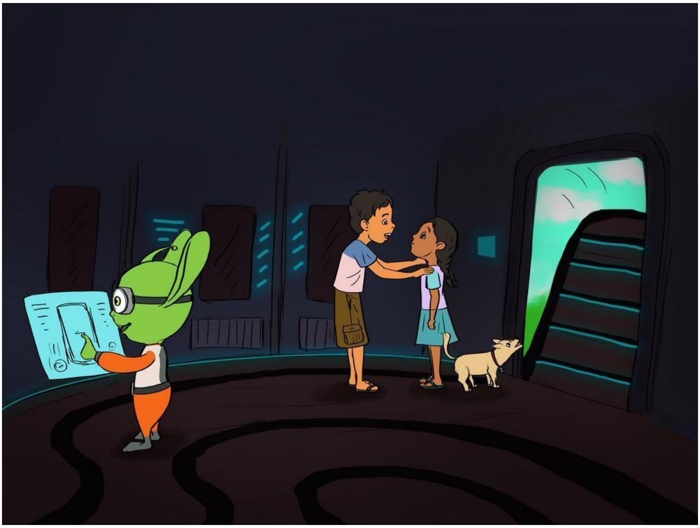

এলিয়েন একটি স্ক্রিনের ওপর তার আঙুল নাড়ে। ইউএফও-র দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং এটি আকাশে উঠে যায়। টিটো রিকাকে জিজ্ঞেস করে, “তুমি কেন আসলে? তোমার কি চিন্তা হচ্ছে না যে তোমার বাবা-মা তোমাকে খোঁজাখুঁজি করবে?” “তোমার কি কোনো চিন্তা হচ্ছে না?” রিকা উলটো প্রশ্ন করে। “তোমার বাবা-মা কী ভাববে?”

উড়ে যেতে যেতে তারা খাল, বিল, পুকুর, নদী, হ্রদ ও সমুদ্র দেখে। তারপর তারা দেখে গ্রাম, রাস্তাঘাট ও শহর। টিটো আশ্চর্য হয়ে বলে ওঠে, “কী সুন্দর!” রিকা কুকুরছানাকে জিজ্ঞেস করে, “তোমার কী হয়েছে? আকাশে ওঠায় ভয় পাচ্ছো!”

তারা আরো ওপরে ওঠে, এবং নিচে তাকিয়ে নীল গ্রহটিকে দেখে। এলিয়েন বলে, “মহাকাশযান আউটার স্পেসে পৌঁছেছে। রিকা আশ্চর্য হয়ে বলে, “বাহ! আমি আগে কখনো এরকম দৃশ্য দেখিনি!”

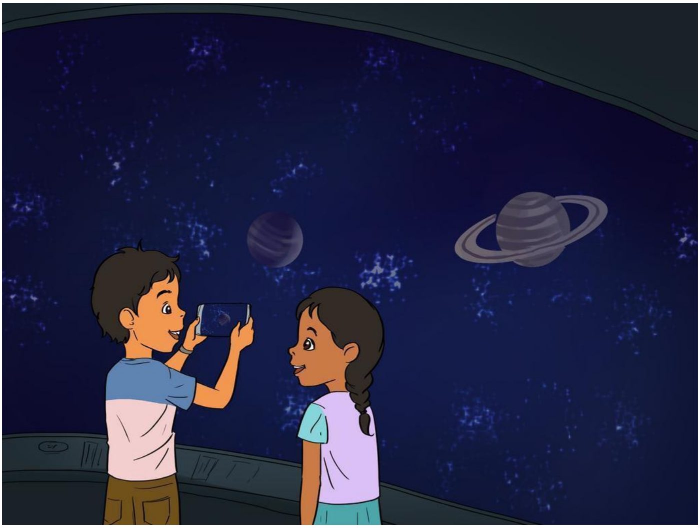

টিটো বলে, “কী সুন্দর!” টিটো ছবি তোলার জন্য তার ফোন বের করে। তার অন্য গ্রহগুলো এবং গ্যাস-পোড়ানো বিশাল সূর্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

এলয়িনে তার আঙুলে মট করে শব্দ করে এবং গর্বরে সঙ্গে বলে, “শশশ! আমি তোমাদরে আরো আশ্চর্যজনক জনিসি দখোবো!” সে একটি বাটনে চাপ দয়ে, এবং তাদরে সামনে একটি পর্দা ফুটে ওঠে। এতে তারা এলয়িনেরে কাজকর্মরে অনকে ছবি দখেে।

এলিয়েন আরেকটি বিশাল পর্দার সামনে তার আঙুল নাড়ে। পর্দায় একটি কার্টুনের ছবি ফুটে ওঠে। “আমাদের ওখানে সব ধরনের কার্টুন আছে,” এলিয়েনের কণ্ঠে অহংকার। টিটো পর্দায় আঙুল নেড়ে আরেকটি কার্টুন বের করে। “কিন্তু আমি অন্য কার্টুন দেখতে চাই,” রিকা অভিযোগের সুরে বলে।

এলিয়েন লক্ষ করে যে কুকুরছানার অবস্থা ক্রমে খারাপ হচ্ছে। “তোমাদের বিশ্রাম নেওয়া উচিত,” এই বলে সে একটি পর্দায় আঙুল নাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটি আরামদায়ক সোফা এবং হেডফোন তাদের সামনে বেরিয়ে আসে। “এটি একটি আরামদায়ক বিশ্রামের জায়গা,” রিকা বলে। “গানও শোনা যাবে!” টিটো বলে।

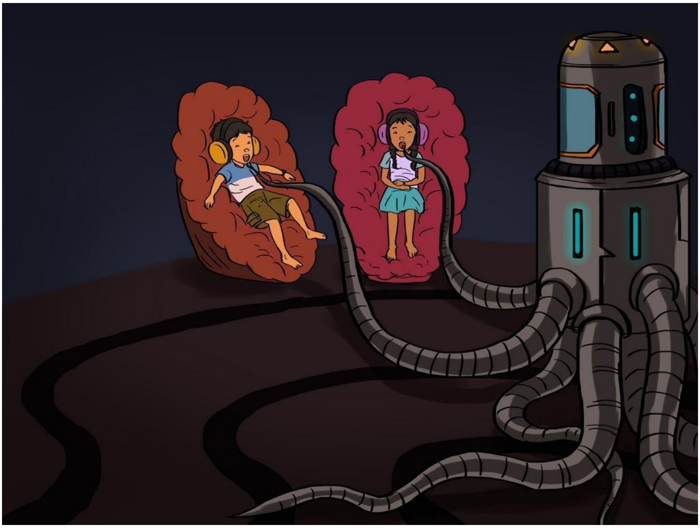

একটু বিশ্রামের পর, এলিয়েন আরেকটি বাটনে চাপ দেয়। অক্টোপাসের মতো একটি খাবারের যন্ত্র বেরিয়ে আসে। এর একটি হাত রিকাকে খাবার দেয় এবং অন্য হাত টিটোকে খাওয়ায়। কুকুরছানা ও জোনাকি সুখে নিদ্রা যায়।

হঠাৎ মহাকাশযান জোরে ঝাঁকি খায়। কিন্তু কেউ ভারসাম্য হারায় না। “আমরা অন্য এক গ্রহে এসেছি,” এলিয়েন বলে। সে সবাইকে যান থেকে নামার আগে বিশেষ ধরনের পোশাক পড়ে নিতে বলে।

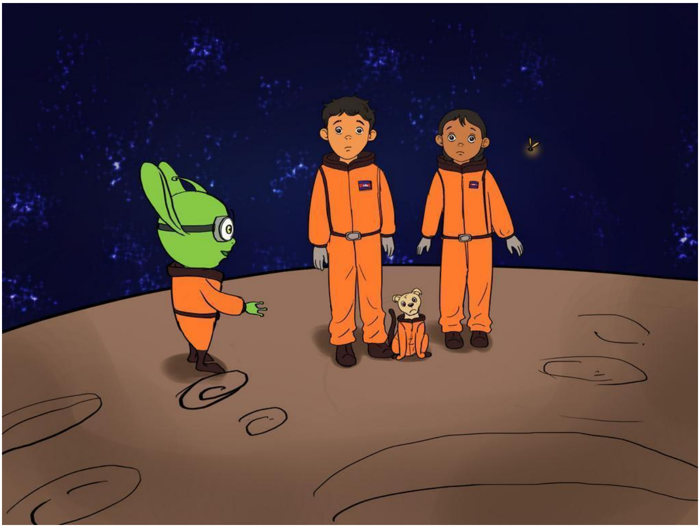

রিকা কৌতূহল নিয়ে চারপাশে তাকায়। “জায়গাটা আমাদের গ্রহ থেকে আলাদা।” টিটো চেহারা বিষণ্ণ করে মাথা নাড়ে। “ঠিক বলছো! কোনো পানি নেই, গাছপালা নেই, আর কেমন গরম।”

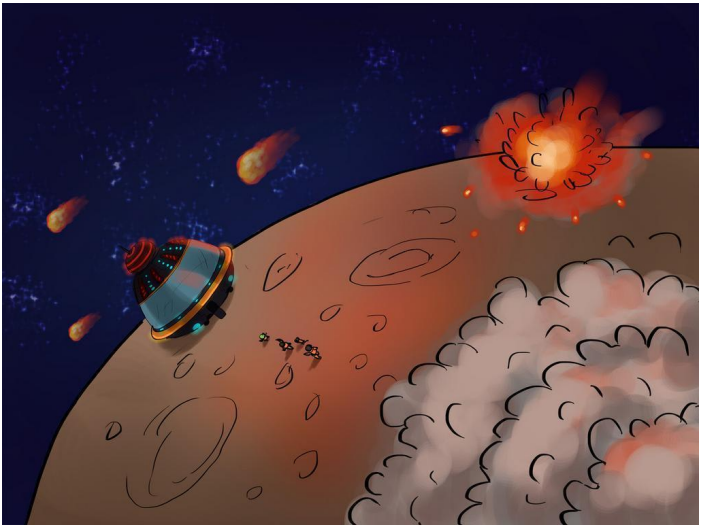

বিস্ফোরণের শব্দ! বাতাসে ধুলা ওড়ে, এবং তারা কিছু দেখতে পায় না। এলিয়েন চিৎকার করে, “গ্রহাণুগুলো ধেয়ে আসছে! তাড়াতাড়ি মহাকাশযানে চড়ো!” আতঙ্কে সবাই ইউএফও-র দিকে ছোটে।

এলিয়েন মহাকাশযান আকাশে উড়িয়ে নেয়। একটি বড় গ্রহাণু এগিয়ে আসছিল। “বাইরে তাকিয়ে দেখো!” টিটো ও রিকা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে।

মহাকাশযান গ্রহাণুকে এড়ানোর জন্য পাশ কাটে। কিন্তু এটি মারাত্মকভাবে দুলে ওঠে। আগুনের লাল শিখা ছড়িয়ে পড়ে এবং অ্যালার্ম বেজে ওঠে, “বিপদ! বিপদ!”

পুরো মহাকাশযান অন্ধকার হয়ে যায়। এলিয়েন চিৎকার করে বলে,
“কনট্রোল ভেঙে গেছে! কনট্রোল ভেঙে গেছে!” সবাই উদ্বিগ্ন।
“আমরা বিপদে পড়েছি!” তারা ভাবতে থাকে। “আমরা মরতে চলেছি!”
রিকা মনে মনে বলে: “আমি বাড়ি যেতে চাই। আমার বাবা-মাকে মনে পড়ছে
। আমাদের একটি সমাধান বের করতে হবে।”

জোনাকির আলোকে রিকা একটু একটু দেখতে পায়। এ সে টিটোর কাছ থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে এর সাহায্যে আলো দেবার জন্য। জোনাকি ভাঙা কনট্রোলের কাছে উড়ে গিয়ে আরো আলো দেয়। নতুন আলোর সাহায্যে এলিয়েন কন্ট্রল মেরামতের কাজ শুরু করে দেয়। কুকুরছানা রিকা ও টিটোকে এলিয়েনের জন্য যন্ত্র খুঁজতে সাহায্য করে
।

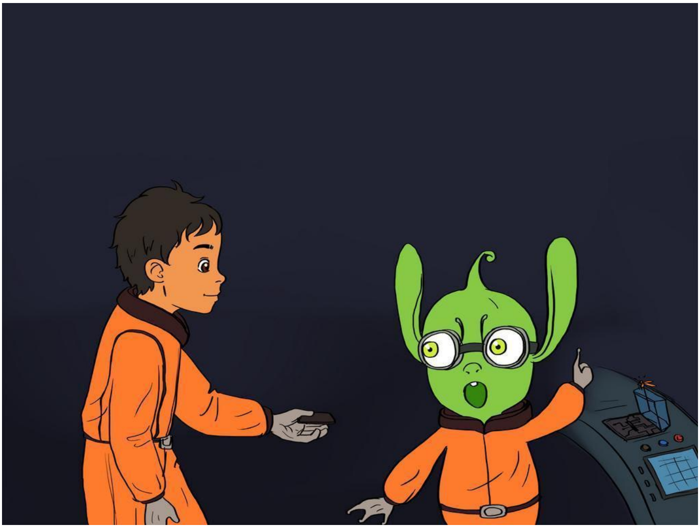

এলিয়েন বলে, “মহাকাশযানের পাওয়ার শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার সাহায্য দরকার।” টিটো এলিয়েনকে তার ফোনের ব্যাটারীটি দিয়ে। “এই যে নাও!” টিটো বলে। “এটা দিয়ে চেষ্টা করো।” “তাড়াতাড়ি করো!” রকি বলে। “আরেকটি গ্রহাণু আসছে!” এলিয়েন ফোনের ব্যাটারীটি মহাকাশযানের কন্ট্রোলে জুড়ে দেয়।

কন্ট্রোল কাজ করছে! এলিয়েন মহাকাশযান চালিয়ে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যায়। “দারুণ, এলিয়েন!” টিটো ও রিকি উত্তেজিত হয়ে বলে। “আমরা বিপদ থেকে মুক্ত!” তারা পৃথিবীতে ফিরে আসে।

শহরের লোকজন মহাকাশযানটিকে ফিরে আসতে আশ্চর্য হয়ে এর চারপাশে জড়ো হয়। টিটো ও রিকার পিতামাতা অশ্রুসিক্ত চোখে তাদের জড়িয়ে ধরে। তারা পুনরায় দুজনকে দেখে খুব খুশি। এলিয়েন তাদেরকে বিদায় জানায়। টিটো পকেট থেকে ফোনটি বের করে তার পিতামাতাকে দেয়, কিন্তু ফোনের যে ব্যাটারী নেই! টিটো চিৎকার করে বলে, “থামো, এলিয়েন! আমার ফোনের ব্যাটারী ফেরত দিতে ভুলো না।”

পরদিন সকালে টিটো ঘুম থেকে জেগে দেখে তার হাতে ফোন। রিকা ও তার কুকুরছানা ঘরে ঢোকে। টিটো হেসে রিকাকে বলে, “আমি এক এলিয়েনের স্বপ্ন দেখেছি!” “আমিও!” রিকা আশ্চর্য হয়ে বলে। তারা তাদের ফোন পরীক্ষা করে দেখে এবং আশ্চর্য হয়। ফোনে দেখা যাচ্ছে এলিয়েনের সঙ্গে তাদের চমৎকার ভ্রমণের দৃশ্য!

Brought to you by

The Asia Foundation

Let's Read! is an initiative of The Asia Foundation's Books for Asia program that fosters young readers in Asia. booksforasia.org To read more books like this and get further information, visit letsreadasia.org .
Original Story The Amazing Adventure, author: Kim Ann Arun . illustrator: Seat Sopheap. Published by The Asia Foundation, https://www.letsreadasia.org © The Asia Foundation. Released under CC BY 4.0.
This work is a modified version of the original story. © The Asia Foundation, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0.

For full terms of use and attribution, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/